আনাড়ির কাণ্ডকারখানা

নিকোলাই নোসভ

সোডা-ওয়াটার গাড়িতে আনাড়ি

'রাদুগা' প্রকাশন · মস্কো

আনাড়ির কাণ্ডকারখানা

নিকোলাই নোসভ

৫

সোডা-ওয়াটার গাড়িতে আনাড়ি

মূল রুশ থেকে অনুবাদ: অরুণ সোম
ছবি এঁকেছেন বরিস কালাউশিন

'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো

মিস্ত্রী নাট আর তার সাকরেদ বল্‌টু খুব ওস্তাদ লোক ছিল। তারা দু'জনে একই রকম দেখতে, কেবল নাট ছিল একটুখানি লম্বা আর বল্‌টু একটুখানি বেঁটে। দু'জনেই পরত চামড়ার কোর্তা। তাদের কোর্তার পকেট থেকে সর্বক্ষণ বেরিয়ে থাকত উখো, স্ক্রু-ড্রাইভার আর স্ক্রু, বল্‌টু ও পেরেক আঁটার নানা ধরনের লোহার যন্ত্রপাতি। তাদের কোর্তা যদি চামড়ার না হত তাহলে পকেটগুলো বহুকাল আগেই ছিঁড়ে যেত। তাদের টুপিও ছিল চামড়ার, টুপির সঙ্গে ছিল টিনের কৌটোর আকারের একজোড়া করে গগল্‌স। কাজ করার সময় চোখে যাতে ধুলোবালি না লাগে এইজন্য তারা গগল্‌সজোড়া পরত।

নাট আর বল্‌টু সারাদিন ধরে তাদের কারখানায় বসে বসে স্টোভ, হাঁড়িকুঁড়ি, কেটলি, চাটু এই সব মেরামত করত, আর যখন কিছুই মেরামত করার থাকত না তখন তারা টুকুনদের জন্য তিন চাকার সাইকেল ও ঠেলা-সাইকেল বানাত।

একদিন নাট আর বল্‌টু কাউকে কিছু না বলে ভেতর থেকে নিজেদের কারখানা বন্ধ করে দিয়ে কী যেন একটা জিনিস তৈরি করতে লেগে গেল। পুরো একমাস ধরে তারা কাউকে কিছু না দেখিয়ে সকলের চোখের আড়ালে হাতুড়ি,

করাত আর উখো চালাল, ঝালাইয়ের কাজ করল। একমাস কেটে যাবার পর দেখা গেল তারা একটা মোটরগাড়ি বানিয়ে ফেলেছে।

এই মোটরগাড়িটা চলত সিরাপ মেশানো সোডা-ওয়াটারে। গাড়ির মাঝখানে ছিল ড্রাইভারের সীট, আর ড্রাইভারের সীটের সামনে ছিল সোডা-ওয়াটারের ট্যাঙ্ক। ট্যাঙ্ক থেকে একটা পাইপ বয়ে সোডা-ওয়াটার পেতলের সিলিণ্ডারে গিয়ে লোহার পিস্টনে ধাক্কা মারত। সোডা-ওয়াটারের চাপে লোহার পিস্টনটা একবার এদিকে আরেকবার ওদিকে চলত আর তাতেই গাড়ির চাকা ঘুরত। ড্রাইভারের সীটের মাথায় বসানো হয়েছিল সিরাপের একটা ট্যাঙ্ক। পাইপ বয়ে সিরাপ নেমে এসে ইঞ্জিনের গ্রীজের কাজ করত।

টুকুনদের মধ্যে এ ধরনের সোডা-ওয়াটার গাড়ির খুব চল ছিল। কিন্তু নাট আর বল্টু যে গাড়িটা বানায় তা একটা দিক থেকে খুবই উল্লেখ করার মতো উন্নত ধরনের ছিল। সোডা-ওয়াটার ট্যাঙ্কের একপাশে ছিল একটা ঝুলন্ত রবারের পাইপ, তার সঙ্গে একটা ছোট্ট কল, যাতে গাড়ি না থামিয়ে, চলতে চলতেই চুকচুক করে এক-আধ ঢোক সোডা-ওয়াটার খাওয়া যায়।

ব্যস্তবাগীশ এই গাড়ি চালানো শিখিয়ে গিয়েছিল। কেউ গাড়ি চড়তে চাইলে সে তাকে চড়াত, কাউকেই 'না' বলত না।

এই মোটরগাড়ি চড়তে সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসত মিস্টার স্যাকারিন সিরাপ, কেননা গাড়ি চড়ে চলতে চলতে সে মনের সুখে সিরাপ মেশানো সোডা-ওয়াটার খেতে পারত। আনাড়িও গাড়িটায় চড়তে ভালোবাসত, ব্যস্তবাগীশ প্রায়ই তাকে চড়াতও। কিন্তু আনাড়ির ইচ্ছে হল নিজে গাড়ি চালানো শেখে, তাই সে ব্যস্তবাগীশকে ধরল:

'আমাকে গাড়িটা একটু চালাতে দে। আমিও গাড়ি চালানো শিখতে চাই।'

'তুই পারবি না,' ব্যস্তবাগীশ বলল। 'মোটরগাড়ি বলে কথা। এর আঁটঘাট জানা দরকার।'

'জানার আবার কী আছে!' আনাড়ি বলল। 'আমি দেখেছি তুই কী করে চালাস। হ্যাণ্ডেল ধরে টান মারিস আর স্টিয়ারিং ঘোরাস। এ ত সহজ ব্যাপার।'

'দেখে মনে হয় বটে সহজ, কিন্তু আসলে কঠিন। তুই নিজে মারা পড়বি আর গাড়িও ভেঙে চুরমার করে ফেলবি।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে ব্যস্তবাগীশ,' অভিমান করে বলল আনাড়ি। 'আমার কাছে এরপর কিছু চেয়েই দ্যাখ্ না, আমিও দেব না।'

একদিন ব্যস্তবাগীশ যখন বাড়িতে ছিল না, সেই সময় উঠোনে গাড়িটা দেখতে পেয়ে আনাড়ি তাতে চড়ে বসল, তারপর সে হ্যান্ডেল ধরে টানাটানি করতে লাগল, পেডালে চাপ দিল। গোড়ার দিকে সে কোন সুবিধা করতে পারল না, কিন্তু শেষকালে ইঞ্জিন হঠাৎ গর্‌গর্ আওয়াজ তুলে চলতে শুরু করে দিল। টুকুনরা জানলা থেকে এই দৃশ্য দেখতে পেয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো।

'এই, কী করছিস তুই?' ওরা চেঁচামেচি শুরু করে দিল। 'মারা পড়বি!'

'মারা পড়ব না,' একথা বলতে না বলতেই উঠোনের মাঝখানে যে কুকুরের খোঁয়াড়টা ছিল গাড়ি গিয়ে ধাক্কা খেল তার গায়।

হুড়মুড় করে খোঁয়াড়টা ভেঙে ছত্রখান হয়ে পড়ে গেল। ভাগ্যি ভালো বলতে হবে যে তুতুরাম সময় থাকতে লাফিয়ে বেরিয়ে পড়েছে, নয়ত আনাড়ি তাকেও চাপা দিয়ে বসত।

'দেখলি ত কী কাণ্ডটা তুই করলি!' চোকস চেঁচিয়ে বলল। 'এখুনি থামা বলছি!'

আনাড়ি ঘাবড়ে গিয়েছিল, সে গাড়ি থামাতে গেল। থামাতে গিয়ে কী একটা হ্যান্ডেল ধরে টান মারল। কিন্তু গাড়ি তাতে না থেমে আরও জোরে চলতে লাগল। পথে পড়ল একটা লতাপাতা ঘেরা বাড়ি। হুড়মুড় করে সেটাও ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে গেল। আনাড়ির পা থেকে মাথা পর্যন্ত সর্বশরীরে ছিটকে পড়ল ভাঙা টুকরো-টাকরা। একটা তক্তা এসে বিঁধে গেল তার পিঠে, আরেকটা এসে মড়মড় করে পড়ল তার মাথার পেছনে।

আনাড়ি স্টিয়ারিং আঁকড়ে ধরে এদিক-ওদিক ঘোরাতে লাগল। গাড়ি বাঁই বাঁই করে ছুটছে উঠোনের ওপর দিয়ে আর আনাড়ি তারস্বরে চেঁচিয়ে চলেছে:

‘ওরে, কে কোথায় আছিস! শিগগির ফটক খোল্, নয়ত উঠোনের সবকিছু আমি ভেঙে তছনছ করে ফেলব!’

টুকুনরা ফটক খুলে দিল। আনাড়ি গাড়ি চালিয়ে উঠোন থেকে গিয়ে পড়ল রাস্তায়। গোলমাল শুনতে পেয়ে পাড়ার যত টুকুনরা ছুটে বেরিয়ে এলো।

‘সাবধান!’ এই বলে চেঁচাতে চেঁচাতে আনাড়ি সামনের দিকে গাড়ি ছুটিয়ে দিল।

চৌকস, হয়ত, নাট, বটিকা-ডাক্তার এবং আরও সব টুকুনরা ছুটতে লাগল তার পেছন পেছন। কিন্তু কিসের কি! তারা ওর নাগালই পেল না।

আনাড়ি শহরময় গাড়ির চাকা দাপিয়ে বেড়াল, কিন্তু গাড়ি কী করে থামাতে হয় সে বুঝতে পারছিল না।

শেষ পর্যন্ত গাড়ি চলল নদীর দিকে, খাড়া পাড় থেকে ডিগবাজি খেয়ে উলটে পড়ল নীচে। আনাড়ি গাড়ির ভেতর থেকে গড়িয়ে নদীর পাড়ে পড়ে রইল, আর সোডা-ওয়াটার গাড়িটা জলে পড়ে ডুবে গেল।

চৌকস, হয়ত, নাট আর বটিকা-ডাক্তার আনাড়িকে ধরে বাড়িতে বয়ে নিয়ে এলো। সকলে ভাবল ও বুঝি মরেই গেছে।

বাড়িতে আনার পর আনাড়িকে বিছানায় শোয়ানোমাত্র সে চোখ মেলল। এদিক-ওদিক চেয়ে দেখে সে জিজ্ঞেস করল:

'ওরে, আমি কি এখনও বে'চে আছি?'

'বে'চে আছিস, বে'চে আছিস,' বটিকা-ডাক্তার বলল। 'কেবল দোহাই তোর নড়াচড়া করিস নে, চুপচাপ শ্বয়ে থাক্, তোকে পরীক্ষা করে দেখা দরকার আমার।'

আনাড়ির জামাকাপড় খ্বলে ফেলে সে তাকে পরীক্ষা করতে লেগে গেল। পরে বলল:

'আশ্চর্য! হাড়গোড় সব আস্ত আছে, কেবল আছে কিছ্ব চোট খাওয়ার দাগ আর গোটা কয়েক চোঁচ।'

'আমার পিঠে একটা তক্তা বি'ধে গিয়েছিল,' আনাড়ি বলল।

'চোঁচগ্বলো একটা একটা করে তুলতে হবে এখন,' মাথা দ্বলিয়ে বলল বটিকা-ডাক্তার।

'তাতে কি ব্যথা লাগবে?' আনাড়ি ঘাবড়ে গিয়ে বলল।

'না, একটুও নয়। দেখি, আমি এবারে সবচেয়ে বড়টা টেনে বার করব।'

'আ-আ-আ!' আনাড়ি কাতরে উঠল।

'কী হল? ব্যথা লাগে নাকি?' বটিকা-ডাক্তার অবাক হয়ে বলল।

'ব্যথা লাগছে না আবার!'

'আচ্ছা আচ্ছা, একটু সইতে হবে। ব্যথাটা তোর মনে হচ্ছে মাত্র।'

'না না, সত্যি সত্যিই ব্যথা করছে! আঃ-আঃ!'

'আরে, অমন গাঁ-গাঁ করছিস কেন, আমি কি তোকে কেটে ফেলছি নাকি? আমি ত আর তোকে জবাই করছি না।'

'ব্যথা লাগে! তুমি বললে ব্যথা লাগে না, কিন্তু এখন লাগছে!'

'বলছি কী? — আস্তে আস্তে। আর একটা চোঁচ বার করতে পারলেই হয়ে যায়।'

'উঃ, বার করে কাজ নেই! দরকার নেই! তার চেয়ে চোঁচটা থেকেই যাক।'

'তা হয় না, পেকে যাবে।'

'ওঃ-ওঃ-ওঃ!'

'ব্যস, হয়ে গেছে। এবারে কেবল আয়োডিন লাগানো।'

'আয়োডিন লাগালে কি ব্যথা করবে?'

'না, আয়োডিনে কোন ব্যথা লাগে না। শান্ত হয়ে শুয়ে থাক্।'

'আ-আ-আ!'

'অমন গাঁ-গাঁ করতে হবে না। গাড়ি চড়ার এত শখ, আর এটুকু সইতে পারিস না!'

'ওঃ! কী চিড়বিড় করছে!'

'খানিকটা চিড়বিড় করবে, পরে সেরে যাবে। এখন আমি থার্মোমিটার দিয়ে তোর টেম্পারেচার দেখব।'

'ওরে, ব্‌বাপস্ কাজ নেই! থার্মোমিটারে কাজ নেই!'

'কেন?'

'ব্যথা লাগবে।'

'আরে, থার্মোমিটারে আবার ব্যথা কিসের?'

'তুমি সবের বেলায়ই বলছ ব্যথা লাগে না, অথচ পরে ব্যথা করে।'

'কী আজব ছেলে রে বাবা! থার্মোমিটার দিয়ে তোর টেম্পারেচার কি আর কখনও দেখি নি?'

'না, কখনও দেখ নি।'

'তাহলে এবারে দেখবি এতে কোন ব্যথাই লাগে না,' এই বলে বটিকা-ডাক্তার থার্মোমিটার আনতে গেল।

আনাড়ি ঝট্ করে খাট থেকে নেমে পড়ল, খোলা জানলা দিয়ে বাইরে লাফিয়ে

পড়ে ছুটে গেল তার বন্ধু ঝাঁকড়ার কাছে। বটিকা-ডাক্তার থার্মোমিটার নিয়ে ফিরে এসে দেখে আনাড়ি নেই।

'বোঝ কান্ড! এই রুগীর চিকিৎসা কর!' বিড়বিড় করে বলল বটিকা-ডাক্তার। 'আমি ওর চিকিৎসা করার জন্যে হন্যে হয়ে যাচ্ছি, এদিকে ও কিনা জানলা দিয়ে লাফিয়ে পালিয়ে গেল! যত সব!'

Н. Носов
КАК НЕЗНАЙКА КАТАЛСЯ НА ГАЗИРОВАННОМ АВТОМОБИЛЕ
На языке бенгали

Nikolai Nosov
HOW DUNNO WENT FOR A RIDE IN THE LEMONADE CAR
In Bengali

ছোট শিশুদের জন্য

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

আনাড়ি ও তার বন্ধুদের কাহিনী যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে, তাহলে ‘আনাড়ির কাণ্ডকারখানা’ সিরিজের অন্যান্য বই পড়ে ফুলনগরীর অধিবাসী রূপকথার নায়কদের আরও কাণ্ডকারখানার পরিচয় পেতে পার।

ISBN 5-05-000110-2